চতুর্থ অধ্যায়

চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের লেখার সাথে পরিচিত হয়েছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে-বাইরে, রাস্তার আশেপাশে, টেলিভিশনে, খবরের কাগজে, এমনকি বিভিন্ন আকারের কাগজে, কাপড়ে বা ধাতব পাতে আমরা এ ধরনের লেখা দেখতে পাই। এখানে এ রকম কিছু লেখার নমুনা দেওয়া হলো।

ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করি

ছবিগুলো দেখো এবং ছবির নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

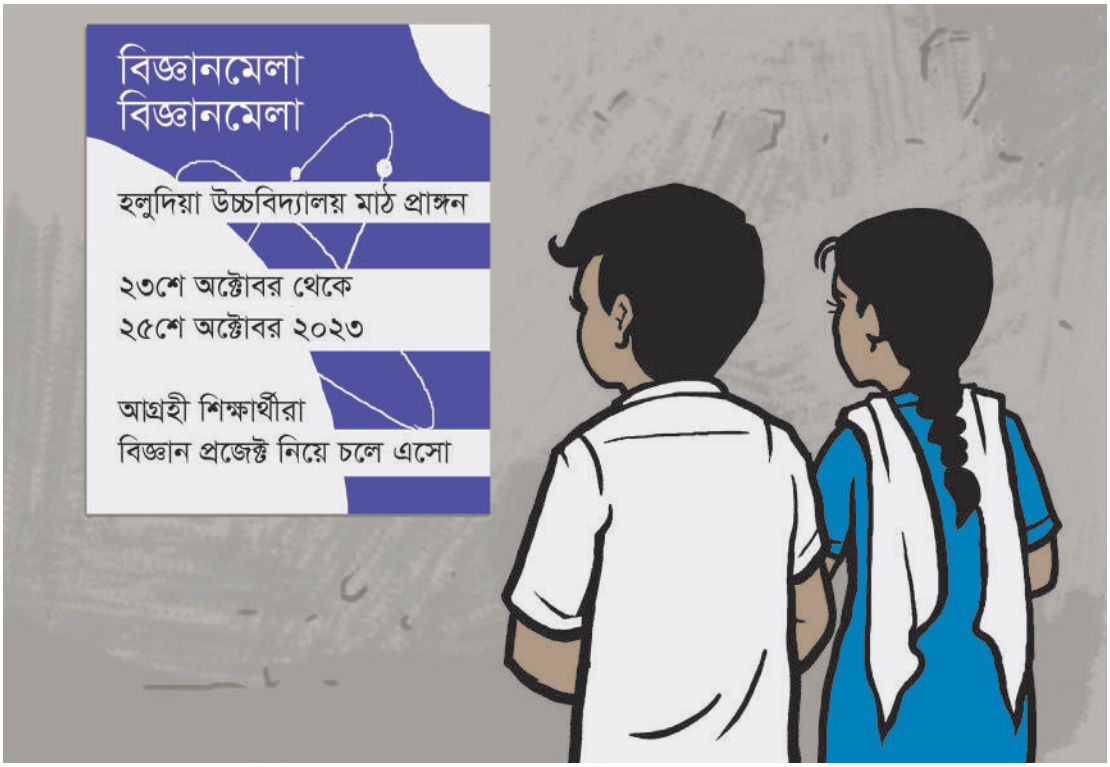

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

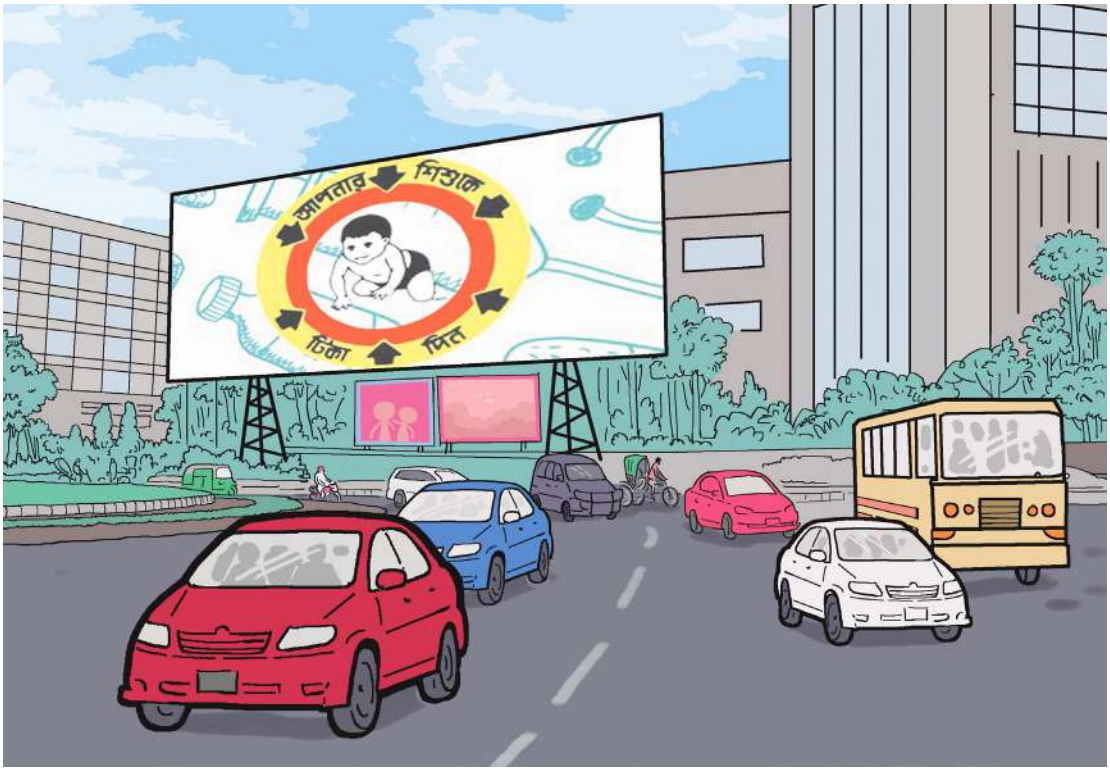

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

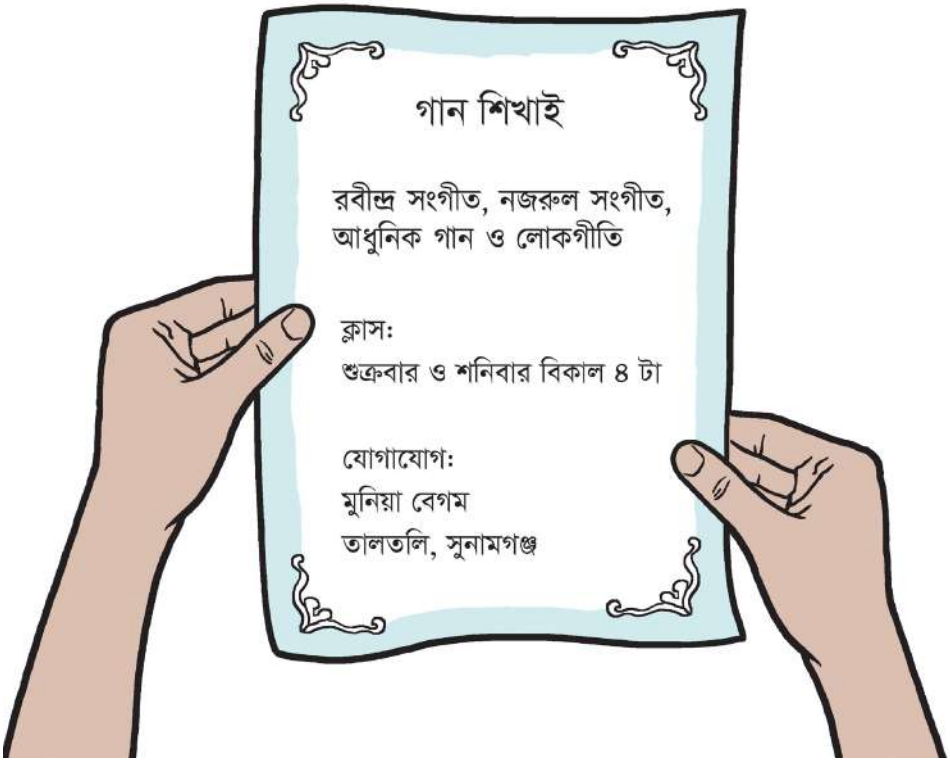

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

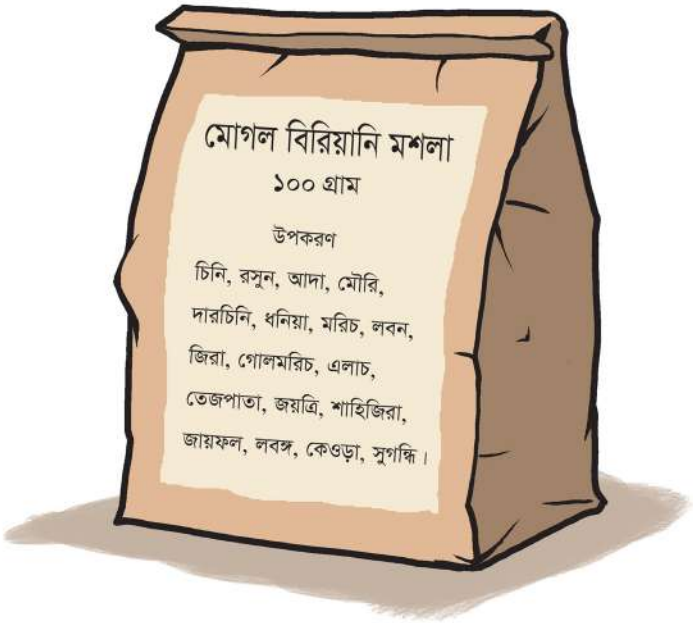

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

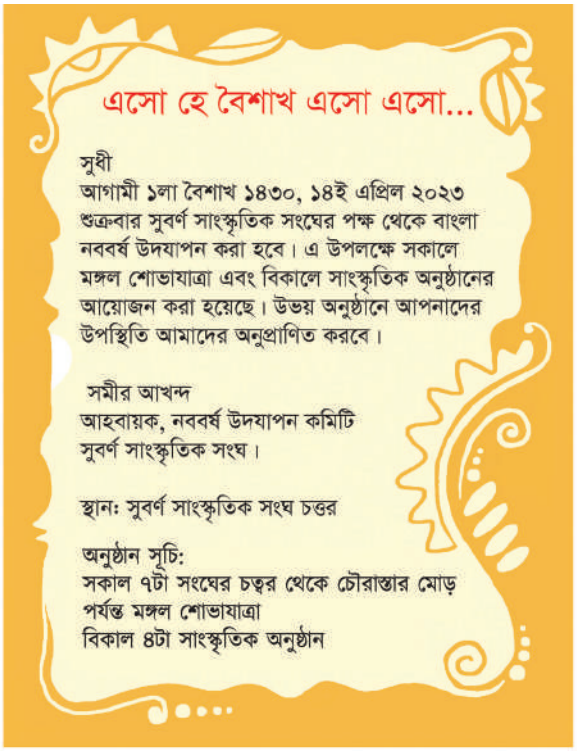

এসো হে বৈশাখ এসো এসো...

সুধী
আগামী ১লা বৈশাখ ১৪৩০, ১৪ই এপ্রিল ২০২৩ শুক্রবার সুবর্ণ সাংস্কৃতিক সংঘের পক্ষ থেকে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উভয় অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

সমীর আখন্দ
আহবায়ক, নববর্ষ উদযাপন কমিটি
সুবর্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ।

স্থান: সুবর্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ চত্তর

অনুষ্ঠান সূচি:
সকাল ৭টা সংঘের চত্বর থেকে চৌরাস্তার মোড় পর্যন্ত মঙ্গল শোভাযাত্রা
বিকাল ৪টা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এটি কী নামে পরিচিত?

.....

এর ব্যবহার কী?

.....

.....

.....

.....

.....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

.....

.....

চারপাশের নানা রকম লেখা

উপরে যেসব নমুনা রয়েছে, সেগুলো দেখতে সবসময়ে এক রকম হয় না। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এগুলোর আকার, রং ও উপাদান ভিন্ন রকম হতে পারে। এগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো।

১. ব্যানার : ব্যানার সাধারণত আয়তাকার হয়ে থাকে। লম্বা কাপড়ে কিংবা কাপড়ের মতো প্লাস্টিক-পর্দায় বেশিরভাগ ব্যানার দেখা যায়। মিছিল বা শোভাযাত্রার সামনে, কোনো অনুষ্ঠানে মঞ্চের পেছনে, মেলা বা অস্থায়ী হাট-বাজারের সামনে ব্যানার দেখতে পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট তথ্য জানানোর কাজে এবং প্রচার-প্রচারণায় ব্যানারের ব্যবহার হয়। আজকাল অনুষ্ঠান-মঞ্চের পেছনে ডিজিটাল ব্যানারও দেখা যায়।

২. ফেস্টুন : ফেস্টুন দেখতে আয়তাকার; তবে এগুলো সাধারণত উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফেস্টুনের উপকরণ ব্যানারের মতো। ফেস্টুন ঝুলিয়ে রাখা হয় সাধারণত ভবনের দেয়ালে, অনুষ্ঠান-মঞ্চের দুই পাশে, কোনো গাছে বা খুঁটিতে। এর মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণার কাজ হয়।

৩. পোস্টার : পোস্টার সাধারণত কাগজে মুদ্রিত বা হাতে লেখা হয়ে থাকে। এগুলো আকারে ব্যানার বা ফেস্টুনের মতো বড়ো নয়। রাস্তার ধারের দেয়ালে বা অনেক ভবনের গায়ে পোস্টার আঠা দিয়ে লাগানো হয়। নির্বাচনের সময়ে রাস্তায় দড়ি দিয়েও পোস্টার ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রচারের কাজে পোস্টারের ব্যবহার হয়। পোস্টারের মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্য বা দাবিও তুলে ধরা হয়ে থাকে।

৪. প্ল্যাকার্ড : শক্ত কাগজে, ধাতব পাতে, কাঠে, কাপড়ে, কিংবা কাপড়ের মতো প্লাস্টিক-পর্দায় বক্তব্য লিখে প্ল্যাকার্ড তৈরি করা হয়। প্ল্যাকার্ড উঁচু করে ধরার জন্য একটি লম্বা হাতল থাকে। মিছিলে বা শোভাযাত্রায় অংশকারীদের প্ল্যাকার্ড বহন করতে দেখা যায়। দাবি তুলে ধরা বা তথ্য জানানোর কাজে প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার হয়।

৫. বিলবোর্ড : সাধারণত বড়ো ধাতব পাত দিয়ে বিলবোর্ড তৈরি করা হয়। রাস্তার পাশে, ভবনের ছাদে বিলবোর্ড দেখা যায়। প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের কাজে এর ব্যবহার হয়। বিলবোর্ডের বক্তব্য ও ছবি ধাতব পাতে যেমন লেখা ও আঁকা হয়ে থাকে, তেমনি টেলিভিশনের মতো ডিজিটাল বিলবোর্ডও দেখা যায়। বিলবোর্ডের আরেক নাম হোর্ডিং।

৬. নোটিশ : স্কুল-কলেজে বা অফিস-আদালতে শিক্ষার্থী বা সাধারণ মানুষকে তথ্য জানানোর কাজে নোটিশ তৈরি হয়। নোটিশের মধ্যে কোনো কিছু মান্য করা বা পালন করার নির্দেশ থাকে। সাধারণত এটি হাতে লেখা হয় বা মুদ্রিত হয়। যেখানে নোটিশ টাঙানো থাকে, তার নাম নোটিশবোর্ড। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক সময়ে নোটিশ পাঠ করে শোনানো হয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠির আকারেও নোটিশ পাঠাতে পারে। আজকাল ইমেইলে ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়ে থাকে। নোটিশের আরেক নাম বিজ্ঞপ্তি।

৭. **লিফলেট** : তথ্য ও পণ্যের প্রচারের কাজে লিফলেট তৈরি হয়। লিফলেট সাধারণত ছোটো কাগজে মুদ্রিত হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজের সামনে, হাট-বাজারে, ব্যস্ত এলাকায় অনেককে লিফলেট বিলি করতে দেখা যায়।

৮. **মোড়কের লেখা:** সাধারণত কাগজ বা পাতলা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ক বা প্যাকেট তৈরি হয়। এর গায়ে পণ্যের নাম ছাড়াও অনেক তথ্য থাকে। যেমন: প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা, পণ্যের উপাদান-উপকরণ ও পরিমাণ, দাম, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি। মোড়ককে আকর্ষণীয় করতে এর গায়ে নানা রকম ছবিও মুদ্রিত হতে দেখা যায়।

৯. **বিজ্ঞাপন** : বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে পণ্য বা তথ্য সম্পর্কে সবাইকে জানাতে বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়। বিজ্ঞাপন যেমন মুদ্রিত হয়, তেমনি রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা পণ্য সম্পর্কে জানা যেতে পারে। পণ্যের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়, তা অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে।

১০. **আমন্ত্রণপত্র** : অনুষ্ঠান-উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যে চিঠি লেখা হয়, তাকে আমন্ত্রণপত্র বলে। আমন্ত্রণপত্র সাধারণত কোনো খামে ভরে পাঠানো হয়। এগুলো হাতে লেখা হতে পারে, ছাপানো হতে পারে, এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে। আমন্ত্রণপত্রে অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম-পরিচয় থাকে, এমনকি কবে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে, এসব তথ্যও জানা যায়।

নিজেরা করি

কয়েকজন সহপাঠী মিলে দলগতভাবে উপরের নমুনাগুলোর মতো করে নতুন নমুনা তৈরি করো। এক্ষেত্রে শুধু নমুনার লেখাগুলো তৈরি করতে হবে। লেখার আগে আলোচনা করে ঠিক করে নাও কোন প্রয়োজনে এবং কাদের জন্য নমুনাটি তৈরি করা হচ্ছে।